দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 4 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

025

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসন জট নিরসনে কয়েকটি সুপারিশ

বর্তমানে একজন ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করতে সময় লেগে যায় কমপক্ষে সাত বছর। যা শেষ হওয়ার কথা চার বছরে। এর প্রধান কারণ সেসন জট। ইদানীং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেসন জট নিরসনে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ উদ্দেশ্যে তারা কিছু প্রাথমিক উদ্যোগও নিয়েছেন। সাপ্তাহিক দু'দিনের ছুটির স্থলে একদিন করা এবং শীতকালীন ছুটি বাতিল করা— এসব প্রাথমিক উদ্যোগেরই ফল। সেসন জট নিরসনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য আমার কয়েকটি সুপারিশঃ

যেসব কারণে সেসন জট সৃষ্টি হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন না। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেও অনেক সময় ছাত্রদের দাবীর মুখে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছাতে বাধ্য হন। আর এভাবে বার বার পরীক্ষা পিছানোর ফলে একটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের সাথে যোগ হয় অতিরিক্ত কয়েকটি বছর। যার ফলশ্রুতিতে পাস করার আগেই চাকরির সর্বনিম্ন বয়সসীমা পেরিয়ে যায়। আর এর ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তার পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা কাউকেই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনেক সময় ছাত্রদের বাধ্য হয়েই পরীক্ষা পিছানোর দাবী তুলতে হয়। কারণ তাদের সিলেবাস শেষ হয় না। আর সিলেবাস শেষ না হলে তো তারা পরীক্ষা দিতে পারে না। ইচ্ছে করলেই শিক্ষকগণ নিয়মিত এবং প্রয়োজনবশতঃ অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সিলেবাস শেষ করতে পারেন। তাতে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। আর এতে ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকগণ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। আর এটা দেশের জন্য যথেষ্ট সুফল বয়ে আনবে। প্রায়শই দেখা যায়, অনেকগুলো বিভাগের সিলেবাস শেষ হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দেয়া তারিখে ঐসব বিভাগের ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরও পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। কারণ কর্তৃপক্ষ সব বিভাগের পরীক্ষা একসাথে আরম্ভ করেন। যদি প্রতিটি বিভাগে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে হয়তো এ ক্ষতিটা সবাইকে স্বীকার করতে হতো না। যদি প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে পরীক্ষার তারিখ ঠিক করেন, তাহলে ছাত্ররা আর পরীক্ষা পিছানোর দাবী করতে পারবে না। আর সেহেতু সিলেবাস সমন্ধে চেয়ারম্যান এবং ছাত্র উভয়েই অবহিত, তাই তারিখটি খুব বেশী পিছিয়ে পড়তে পারে না। আর সিলেবাস শেষ হওয়ার পরেও যারা পরীক্ষা পেছানোর দাবী করে, তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশী না। ফলে সংখ্যাগুরু ছাত্রদের ভোটে নিকটতম তারিখেই পরীক্ষা নেয়া সম্ভব। এ সমন্ধে হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন— একই সময়ে ভর্তি হয়ে কোন কোন বিভাগের ছাত্ররা অন্যান্যের তুলনায় কেন পিছিয়ে পড়বে? বরং এতে কোন কোন বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষা জীবন পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে কেউই লাভবান হবে না। আর যখন দেখা যাবে অন্যান্য বিভাগের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে, তখন পিছিয়ে পড়া বিভাগগুলোর ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই সিলেবাস শেষ করে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হবেন। আর এতে করে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবী আসবে না। আর ছাত্রদের আগ্রহী দেখে শিক্ষকরাও অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে উৎসাহবোধ করবেন। আশা করি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হবেন।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান।